ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান

ভাষা মানুষের ভাব, চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। মানুষ ভাষার সাহায্যে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, জ্ঞান ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা সঞ্চারিত করে। আর ভাষাবিজ্ঞান হলো সেই ভাষার প্রকৃতি, গঠন, ব্যবহার, পরিবর্তন ও বিকাশের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। তাই ভাষা হলো ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, আর ভাষাবিজ্ঞান হলো ভাষাকে অধ্যয়ন করার বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র।

ভাষা কী?

ভাষার একটি সর্বজনগ্রাহ্য একক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কারণ ভাষা একই সঙ্গে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানসিক ক্ষমতার প্রকাশ।

সহজভাবে বলা যায়—

মানুষের মনের ভাব, চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ এবং পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত অর্থবহ ধ্বনি বা প্রতীকের সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাই ভাষা।

ভাষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. ভাষা মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম: মানুষ ভাষার সাহায্যে নিজের বক্তব্য অন্যের কাছে প্রকাশ করে এবং অন্যের বক্তব্য বুঝতে পারে।

খ. ভাষা সামাজিক: ভাষা কোনো একক ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। একটি নির্দিষ্ট সমাজ বা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সম্মিলিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাষার বিকাশ ঘটে।

গ. ভাষা প্রতীকনির্ভর: ভাষার শব্দগুলি বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, গুণ ও ধারণার প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

ঘ. ভাষা নিয়মবদ্ধ: ভাষার ধ্বনি, শব্দ, রূপ ও বাক্য ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।

ঙ. ভাষা পরিবর্তনশীল: ভাষা কখনো স্থির থাকে না। সময়, সমাজ ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে।

চ. ভাষা সৃজনশীল: মানুষ সীমিত সংখ্যক শব্দ ও নিয়ম ব্যবহার করে অসংখ্য নতুন বাক্য তৈরি করতে পারে।

ছ. ভাষা অর্জিত: মানুষ ভাষার মৌলিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মালেও নির্দিষ্ট কোনো ভাষা সমাজের কাছ থেকে শিখে অর্জন করে।

২ .**ভাষাবিজ্ঞান**

ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) হলো মানুষের ভাষার **বৈজ্ঞানিক, নিরপেক্ষ ও সুসংবদ্ধ অধ্যয়ন**।

অর্থাৎ ভাষার— ধ্বনি, শব্দ, রূপ, বাক্য, অর্থ, ব্যবহার, পরিবর্তন, সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করাই ভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

সংক্ষেপে বলা যায়— **ভাষার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নই ভাষাবিজ্ঞান।**

ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক

ভাষা এবং ভাষাবিজ্ঞানকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ভাষা হলো ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়, আর ভাষাবিজ্ঞান হলো ভাষাকে বিশ্লেষণ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

ভাষা	ভাষাবিজ্ঞান
ভাষা হলো একটি যোগাযোগব্যবস্থা	ভাষাবিজ্ঞান হলো ভাষার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন
ভাষা মানুষের ব্যবহারিক সম্পদ	ভাষাবিজ্ঞান ভাষাকে বিশ্লেষণ করে
ভাষা স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়	ভাষাবিজ্ঞান সেই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করে
ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ রয়েছে	ভাষাবিজ্ঞান এগুলির গঠন ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে
ভাষা সমাজে ব্যবহৃত হয়	ভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও সমাজের সম্পর্কও অধ্যয়ন করে

ভাষা এবং **ভাষাবিজ্ঞান** এক বিষয় নয়।

- ভাষা হলো অধ্যয়নের বিষয়; ভাষাবিজ্ঞান হলো অধ্যয়নের শাস্ত্র।
- ভাষা মানুষ ব্যবহার করে; ভাষাবিজ্ঞান সেই ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে।
- ভাষা স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়; ভাষাবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার নিয়ম নির্ণয় করে।
- ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম; ভাষাবিজ্ঞান ভাষার প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালী বোঝার মাধ্যম।

ভাষা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ভাষার মাধ্যমে মানুষ চিন্তা প্রকাশ করে, জ্ঞান বিনিময় করে এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করে। আর ভাষাবিজ্ঞান সেই ভাষার **ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ, ব্যবহার, পরিবর্তন ও সামাজিক সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে**।

সুতরাং বলা যায়— **"ভাষা হলো ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং ভাষাবিজ্ঞান হলো ভাষাকে জানার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।"**

ভাষাবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি

ভাষা মানুষের ভাব, অনুভূতি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। ভাষা কীভাবে গঠিত হয়, কীভাবে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে এবং ভাষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে—এই সমস্ত বিষয়কে **বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধভাবে অধ্যয়ন করে যে শাস্ত্র, তাকে ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) বলে**। ভাষাতত্ত্ব ভাষাকে কেবল সাহিত্যিক বা ব্যাকরণগত দৃষ্টিতে বিচার করে না; বরং ভাষার প্রকৃতি, গঠন, ব্যবহার, পরিবর্তন ও বিকাশকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে।

ভাষাতত্ত্বের প্রকৃতি

ভাষাতত্ত্বের প্রকৃতি কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়—

ক. ভাষাতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান: ভাষাতত্ত্ব ভাষার তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিবিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের মাধ্যমে কাজ করে। তাই এটি একটি **বৈজ্ঞানিক ও তথ্যনির্ভর শাস্ত্র**।

খ. ভাষাতত্ত্ব বর্ণনামূলক: ভাষাতত্ত্ব ভাষা কেমন হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে না; বরং ভাষা বাস্তবে কীভাবে ব্যবহৃত হয়, তা বর্ণনা করে। অর্থাৎ এটি মূলত **বর্ণনামূলক (Descriptive)**।

গ. ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ: কোনো ভাষা 'উন্নত' বা 'অনুন্নত', 'শুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ'—এই ধরনের মূল্যবিচার ভাষাতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষাকে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার করা হয়।

ঘ. ভাষাতত্ত্ব ভাষার কাঠামোভিত্তিক অধ্যয়ন: ভাষার ধ্বনি, শব্দ, রূপ, বাক্য এবং অর্থ—প্রতিটি স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। ভাষাতত্ত্ব এই কাঠামোগুলিকে বিশ্লেষণ করে।

ঙ. ভাষাতত্ত্ব পরিবর্তনশীল ভাষাকে অধ্যয়ন করে: ভাষা স্থির নয়; সময়ের সঙ্গে ভাষার ধ্বনি, শব্দ, অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে। ভাষাতত্ত্ব এই পরিবর্তনের কারণ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করে।

চ. ভাষাতত্ত্ব সমকালীন ও ঐতিহাসিক উভয়মুখী: একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভাষার গঠন বিশ্লেষণ করা হয় **সমকালীন** (Synchronic) দৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন সময়ের ভাষার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয় **ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক** (Diachronic) দৃষ্টিতে।

ছ. ভাষাতত্ত্ব মানবকেন্দ্রিক শাস্ত্র: ভাষা মানুষের মস্তিষ্ক, চিন্তা, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ফলে ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ভাষাতত্ত্বের পরিধি

ভাষাতত্ত্বের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ভাষার ক্ষুদ্রতম ধ্বনি থেকে শুরু করে বৃহত্তর বাক্য ও ভাষাব্যবহারের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক পর্যন্ত এর আলোচ্য বিষয় বিস্তৃত।

ক. ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)**:** মানুষ কীভাবে ভাষার ধ্বনি উচ্চারণ করে, ধ্বনি কীভাবে উৎপন্ন ও শ্রুত হয় এবং তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য কী—তা ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়।

খ. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)**:** একটি নির্দিষ্ট ভাষায় ধ্বনিগুলি কীভাবে সংগঠিত হয় এবং অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করে—তা ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।

গ. রূপতত্ত্ব (Morphology)**:** শব্দের গঠন, শব্দের ক্ষুদ্রতম অর্থবহ একক বা **রূপিম** (Morpheme) এবং রূপিমের সাহায্যে শব্দ গঠনের পদ্ধতি রূপতত্ত্বের বিষয়।

ঘ. বাক্যতত্ত্ব (Syntax)**:** শব্দ কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদবন্ধ ও বাক্য গঠন করে এবং বাক্যের কাঠামো কীভাবে নির্ধারিত হয়—তা বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।

ঙ. অর্থতত্ত্ব (Semantics)**:** শব্দ, পদবন্ধ ও বাক্যের অর্থ এবং অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অর্থতত্ত্ব আলোচনা করে।

চ. প্রয়োগতত্ত্ব (Pragmatics)**:** নির্দিষ্ট সামাজিক ও পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপটে ভাষার অর্থ কীভাবে পরিবর্তিত বা নির্ধারিত হয়, তা প্রয়োগতত্ত্বের বিষয়।

ছ. ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব: সময়ের সঙ্গে ভাষার ধ্বনি, শব্দ, রূপ, বাক্য ও অর্থের পরিবর্তন এবং ভাষার ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করা হয় এখানে।

জ. তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব: দুই বা ততোধিক ভাষার গঠন ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্ভাব্য উৎস নির্ণয় করা হয়।

ঝ. উপভাষাতত্ত্ব: একটি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক, সামাজিক বা গোষ্ঠীগত রূপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে উপভাষাতত্ত্ব।

ঞ. সমাজভাষাবিজ্ঞান: ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাষার সামাজিক বৈচিত্র্য, ভাষা-ব্যবহার, ভাষার মর্যাদা, দ্বিভাষিকতা ইত্যাদি সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য।

ট. মনোভাষাবিজ্ঞান: মানুষের মস্তিষ্কে ভাষা কীভাবে সঞ্চিত, উৎপাদিত ও অনুধাবিত হয় এবং ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া কী—তা মনোভাষাবিজ্ঞানের বিষয়।

ঠ. ভূ-ভাষাবিজ্ঞান: ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে ভাষার পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষার বিস্তার নিয়ে ভূ-ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে।

ড. প্রয়োগমূলক ভাষাতত্ত্ব: ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা হয় প্রয়োগমূলক ভাষাতত্ত্বে। ভাষা-শিক্ষণ, অনুবাদ, অভিধান প্রণয়ন, ভাষা-পরিকল্পনা, ভাষা-শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

ভাষাতত্ত্বের আন্তঃবিষয়ক পরিধি

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব কেবল ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠনেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—

- **ভাষাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান → সমাজভাষাবিজ্ঞান**
- **ভাষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান → মনোভাষাবিজ্ঞান**
- **ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব → নৃতাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব**
- **ভাষাতত্ত্ব ও কম্পিউটার বিজ্ঞান → গণনামূলক ভাষাতত্ত্ব**
- **ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন → দার্শনিক ভাষাতত্ত্ব**
- **ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য → শৈলীবিজ্ঞান ও ভাষাভিত্তিক সাহিত্যবিশ্লেষণ**

ভাষাবজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

ভাষাবিজ্ঞান মানুষের ভাষার বৈজ্ঞানিক, নিরপেক্ষ ও সুসংবদ্ধ অধ্যয়ন। ভাষার গঠন, উৎপত্তি, পরিবর্তন, ব্যবহার, সামাজিক ভূমিকা এবং বাস্তব জীবনে ভাষার প্রয়োগ—এই বিভিন্ন দিকের আলোচনার ভিত্তিতে ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলিকে প্রধানত তিনটি বৃহৎ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

১. তাত্ত্বিক বা মৌলিক শাখা

২. আন্তঃবিষয়ক শাখা

৩. প্রয়োগমূলক শাখা

১. তাত্ত্বিক বা মৌলিক শাখা

তাত্ত্বিক বা মৌলিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামো, সংগঠন ও কার্যপ্রণালীকে বিশ্লেষণ করা। ভাষা কীভাবে গঠিত হয়, তার ক্ষুদ্রতম একক কী, শব্দ ও বাক্য কীভাবে তৈরি হয় এবং অর্থ কীভাবে প্রকাশিত হয়—এসব প্রশ্নের উত্তর এই শাখায় অনুসন্ধান করা হয়।

তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলি হলো—

ক. ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics): ভাষার ধ্বনির উৎপত্তি, উচ্চারণ, শ্রবণ এবং ভৌত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে ধ্বনিবিজ্ঞান বলে।

ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা হয়— ধ্বনি কীভাবে উৎপন্ন হয়; কোন অঙ্গের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়; ধ্বনির শ্রুতিগত বৈশিষ্ট্য কী; ধ্বনির তরঙ্গগত বা ভৌত বৈশিষ্ট্য কী।

ধ্বনিবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান দিক হলো— উচ্চারণগত ধ্বনিবিজ্ঞান, শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান এবং ভৌত/শ্রাব্য ধ্বনিবিজ্ঞান।

খ. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology): একটি নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিগুলি কীভাবে **সংগঠিত, বিন্যস্ত ও ব্যবহৃত** হয় এবং কীভাবে ধ্বনিগত পার্থক্য অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়। যেমন—বাংলা 'কাল' ও 'খাল' শব্দে /ক/ ও /খ/-এর পরিবর্তনের ফলে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।

গ. রূপতত্ত্ব (Morphology): শব্দের অভ্যন্তরীণ গঠন এবং শব্দগঠন প্রক্রিয়া রূপতত্ত্বের আলোচ্য। শব্দের ক্ষুদ্রতম অর্থবহ একককে রূপিম বলা হয়। যেমন— ছাত্ররা = ছাত্র + রা— এখানে 'ছাত্র' মূল রূপ এবং 'রা' বহুবচন নির্দেশক রূপিম।

ঘ. বাক্যতত্ত্ব (Syntax) শব্দ কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে পদবন্ধ, উপবাক্য ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করে, তার নিয়ম ও কাঠামো বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। যেমন—"রাহুল বই পড়ে"—এই বাক্যে 'রাহুল', 'বই' এবং 'পড়ে'-র পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিন্যাস বাক্যতত্ত্বের বিষয়।

ঙ. অর্থতত্ত্ব (Semantics): ভাষার অর্থ এবং অর্থের বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে অর্থতত্ত্ব আলোচনা করে। শব্দ, পদবন্ধ ও বাক্যের অর্থ এবং সমার্থকতা, বিপরীতার্থকতা, বহুঅর্থকতা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

চ. প্রয়োগতত্ত্ব (Pragmatics): ভাষার অর্থ কেবল শব্দ বা বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; প্রসঙ্গ, পরিস্থিতি, বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্কের ওপরও অর্থ নির্ভর করে। ভাষার এই প্রাসঙ্গিক ব্যবহার প্রয়োগতত্ত্বের বিষয়।

উদাহরণ: "জানালাটা কি বন্ধ করা যাবে?"—ব্যাকরণগতভাবে এটি প্রশ্নবোধক বাক্য হলেও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এটি একটি অনুরোধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তাত্ত্বিক শাখার সারাংশ: ধ্বনি → ধ্বনিতত্ত্ব → রূপ → বাক্য → অর্থ → প্রয়োগ

অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্রতম ধ্বনি থেকে শুরু করে বৃহত্তর অর্থ ও ব্যবহার পর্যন্ত ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামো তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিষয়।

২. আন্তঃবিষয়ক শাখা

ভাষা মানুষের মস্তিষ্ক, সমাজ, সংস্কৃতি, চিন্তা ও প্রযুক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ফলে ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য শুধু ভাষাবিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানের শাখার সমন্বয়ে যে নতুন নতুন শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে, সেগুলিকে আন্তঃবিষয়ক ভাষাবিজ্ঞান বলা হয়। এর প্রধান শাখাগুলি হলো—

ক. সমাজভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics)

ভাষা ও **সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক** নিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে।

এর আলোচ্য—

- ভাষা ও সমাজ;
- ভাষার সামাজিক বৈচিত্র্য;
- আঞ্চলিক ও সামাজিক উপভাষা;
- দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা;
- ভাষার মর্যাদা;
- ভাষা ও সামাজিক শ্রেণি;
- ভাষা পরিকল্পনা

অর্থাৎ সমাজ কীভাবে ভাষাকে প্রভাবিত করে এবং ভাষা কীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে, তা সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল প্রশ্ন।

খ. মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics)

ভাষা ও **মানবমনের সম্পর্ক** নিয়ে মনোভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে।

এর অন্তর্ভুক্ত—

- শিশু কীভাবে ভাষা অর্জন করে;
- মানুষ কীভাবে ভাষা বোঝে;
- মস্তিষ্কে ভাষা কীভাবে সঞ্চিত থাকে;
- মানুষ কীভাবে বাক্য তৈরি করে;
- ভাষা ও স্মৃতির সম্পর্ক।

গ. নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান (Anthropological Linguistics)

ভাষার সঙ্গে **মানুষের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতি ও ঐতিহ্যের** সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান।

একটি জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে তার সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের যে প্রতিফলন ঘটে, তা এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ঘ. ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics)**:** সময়ের সঙ্গে ভাষার **পরিবর্তন ও বিবর্তন** নিয়ে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে। যেমন— ধ্বনির পরিবর্তন, শব্দের পরিবর্তন, অর্থের পরিবর্তন, ব্যাকরণগত পরিবর্তন, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ভাষা পরিবারের সম্পর্ক।

ঙ. তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Comparative Linguistics)**:** দুই বা ততোধিক ভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্ভাব্য অভিন্ন উৎস নির্ণয় করা হয়।

চ. ভূ-ভাষাবিজ্ঞান (Geolinguistics)**:** ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে ভাষার বৈচিত্র্য, বিস্তার ও পরিবর্তন নিয়ে ভূ-ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে। এটি ভাষার সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়।

ছ. কম্পিউটার-কেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান (Computational Linguistics)**: কম্পিউটার-কেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান** (Computational Linguistics) হলো ভাষাবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি সমন্বিত শাখা, যেখানে **কম্পিউটারের মাধ্যমে মানুষের ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং রূপান্তর** নিয়ে

গবেষণা করা হয়। এটি মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP)-এর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মূল উদ্দেশ্য

- **ভাষার মডেল তৈরি:** মানুষের ভাষা বোঝার জন্য গাণিতিক ও যৌক্তিক কাঠামো তৈরি করা।
- **যোগাযোগ সহজ করা:** মানুষ এবং কম্পিউটারের মধ্যে ভাষার দূরত্ব দূর করা।

প্রধান কাজের ক্ষেত্র

- **মেশিন ট্রান্সলেশন:** এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ (যেমন: Google Translate)।
- **স্পিচ রিকগনিশন:** মুখের কথাকে টেক্সটে রূপান্তর করা (যেমন: Siri বা Alexa)।
- **সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস:** কোনো লেখার ভেতরের আবেগ বা মতামত (ইতিবাচক/নেতিবাচক) পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তা চিহ্নিত করা।
- **তথ্য নিষ্কাশন:** বিশাল টেক্সট বা ডেটা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করা।

আন্তঃবিষয়ক শাখার মূল বৈশিষ্ট্য

এখানে ভাষাকে এককভাবে নয়, বরং— **ভাষা + সমাজ + মন + সংস্কৃতি + ভূগোল + প্রযুক্তি**— এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হয়।

৩। প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে **বাস্তব জীবনের ভাষা-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ** করাই প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান যেখানে প্রশ্ন করে—"ভাষা কীভাবে কাজ করে?", সেখানে প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান মূলত অনুসন্ধান করে—"ভাষা সম্পর্কে এই জ্ঞানকে বাস্তবে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?" এর প্রধান ক্ষেত্রগুলি হলো—

ক. ভাষা শিক্ষা: ভাষা শেখানো ও শেখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ধারণে ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করা হয়। বিশেষত—

- মাতৃভাষা শিক্ষা;
- দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা;
- বিদেশি ভাষা শিক্ষা;
- ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি;
- শিক্ষার্থীর ভাষাগত সমস্যা নির্ণয়।

খ. অনুবাদবিদ্যা (Translation Studies): এক ভাষার বক্তব্যকে অন্য ভাষায় অর্থ ও ভাব যথাসম্ভব সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. অভিধান প্রণয়ন (Lexicography): শব্দ সংগ্রহ, শব্দের অর্থ নির্ধারণ, উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি, ব্যবহার ও উদাহরণ সংকলনের মাধ্যমে অভিধান তৈরি করা হয়।

ঘ. ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতি: কোনো রাষ্ট্র বা সমাজে ভাষার ব্যবহার, মর্যাদা, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করা হয়।

ঙ. ভাষা-চিকিৎসা ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা: কথা বলা, উচ্চারণ বা ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ ও সংশোধনে ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করা হয়।

চ. ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞান (Forensic Linguistics): আইন ও বিচারব্যবস্থায় ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগকে ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞান বলা হয়। যেমন—

- বক্তব্য বিশ্লেষণ;
- সন্দেহজনক লেখার ভাষাগত বিশ্লেষণ;
- লেখক শনাক্তকরণে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য;
- আইনি ভাষার ব্যাখ্যা।

ছ. গণমাধ্যম ও যোগাযোগ: সংবাদ, বিজ্ঞাপন, প্রচার, গণযোগাযোগ এবং বিভিন্ন মাধ্যমে ভাষার কার্যকর ব্যবহারেও ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়।

তিনটি বিভাগের মধ্যে পার্থক্য

বিভাগ	**প্রধান উদ্দেশ্য**	**প্রধান বিষয়**
তাত্ত্বিক/মৌলিক	ভাষার গঠন ও প্রকৃতি বোঝা	ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ
আন্তঃবিষয়ক	ভাষার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক বোঝা	সমাজ, মন, সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রযুক্তি
প্রয়োগমূলক	ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা	ভাষা শিক্ষা, অনুবাদ, অভিধান, ভাষানীতি ইত্যাদি

সুতরাং, ভাষাবিজ্ঞানের এই তিনটি বিভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়; বরং **পরস্পর পরিপূরক**। তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার গঠন ও নিয়ম ব্যাখ্যা করে, আন্তঃবিষয়ক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার সঙ্গে **সমাজ, মন, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রযুক্তির সম্পর্ক** নির্ণয় করে এবং প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান সেই জ্ঞানকে **বাস্তব**

জীবনের সমস্যার সমাধানে কাজে লাগায়। অতএব, **"ভাষার গঠন জানা, ভাষার সঙ্গে মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক বোঝা এবং সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা"—এই তিনটি স্তরের সমন্বয়েই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে উঠেছে।**

ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বিভাগ

ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বিভাগ বলতে ভাষাকে কোন দৃষ্টিকোণ, সময়কাল ও পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা হচ্ছে, তার ভিত্তিতে ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগকে বোঝায়। ভাষার প্রকৃতি ও পরিবর্তনকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য ভাষাবিদরা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। প্রধানত ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বিভাগ নিম্নরূপ—

১. এককালিক ভাষাবিজ্ঞান (Synchronic Linguistics)

কোনো **নির্দিষ্ট সময়পর্বে** একটি ভাষার যে রূপ ও কাঠামো বিদ্যমান, তাকে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হলে তাকে এককালিল ভাষাবিজ্ঞান বলে। এক্ষেত্রে ভাষার অতীত ইতিহাস প্রধান বিষয় নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভাষাটি কীভাবে ব্যবহৃত ও সংগঠিত হচ্ছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। **উদাহরণ:** বর্তমান সময়ের বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থের গঠন বিশ্লেষণ করা।

প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- নির্দিষ্ট সময়কে ভিত্তি করে;
- ভাষার বর্তমান কাঠামো বিশ্লেষণ করে;
- ভাষার বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে;
- ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গ্রহণ করে না।

সুইস ভাষাবিদ ফার্দিনাঁ দ্য সসুর (Ferdinand de Saussure) সমকালীন ও কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের এই পার্থক্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

২. কালক্রমিক বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Diachronic/Historical Linguistics)

ভাষার **সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন ও বিবর্তন** বিশ্লেষণ করাকে কালক্রমিক বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে। এক্ষেত্রে একটি ভাষার বিভিন্ন সময়ের রূপের তুলনা করে দেখা হয়—ভাষাটি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের কারণ কী।
উদাহরণ: সংস্কৃত → প্রাকৃত → অপভ্রংশ → প্রাচীন বাংলা → মধ্য বাংলা → আধুনিক বাংলা—এই ধারায় বাংলা ভাষার বিকাশ অনুসন্ধান করা।

প্রধান আলোচ্য:

- ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ;
- ধ্বনির পরিবর্তন;
- শব্দের পরিবর্তন;
- রূপ ও ব্যাকরণের পরিবর্তন;
- অর্থের পরিবর্তন;
- ভাষার শাখাপ্রশাখার বিকাশ।-

৩. বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Linguistics)

কোনো ভাষা বাস্তবে যেভাবে ব্যবহৃত হয়, তা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করাকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলে। এখানে ভাষা কেমন হওয়া 'উচিত', তা বলা হয় না; ভাষা বাস্তবে 'কেমন', সেটি অনুসন্ধান করা হয়। উদাহরণ: অসমের কোনো অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা উপভাষার ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যরীতি সংগ্রহ করে তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা।

বৈশিষ্ট্য:

- তথ্যনির্ভর;
- পর্যবেক্ষণনির্ভর;
- নিরপেক্ষ;
- কথ্য ভাষাকে গুরুত্ব দেয়;
- ভাষার বাস্তব রূপকে বিশ্লেষণ করে।

৪. তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Comparative Linguistics)

দুই বা ততোধিক ভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলনা করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, উৎস ও বিকাশ নির্ণয় করা হয় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে। **উদাহরণ:** বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার শব্দ ও ধ্বনির তুলনা করে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নির্ণয় করা। এর মাধ্যমে—

- ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্ক নির্ণয়;
- অভিন্ন উৎসের সন্ধান;
- ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার;
- ভাষার ঐতিহাসিক বিকাশ বোঝা সম্ভব।
-

৫. ঐতিহাসিক-তুলনামূলক পদ্ধতি (Historical-Comparative Method)

একাধিক ভাষার বিভিন্ন সময়ের রূপ তুলনা করে তাদের **অভিন্ন পূর্বসূরি বা আদিরূপ** পুনর্গঠন করার পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক-তুলনামূলক পদ্ধতি বলা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর গবেষণায় এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

৬. কাঠামোবাদী বা গঠনমূলক পদ্ধতি (Structural Method)

ভাষাকে একটি **সুসংবদ্ধ কাঠামো বা ব্যবস্থা** হিসেবে বিবেচনা করে তার বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয় কাঠামোবাদী পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে ভাষার কোনো একককে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং সমগ্র ভাষাব্যবস্থার মধ্যে তার অবস্থান ও সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। সসুরের ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তায় এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি পাওয়া যায়।

মূল ধারণা: ভাষা = পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন এককের একটি ব্যবস্থা।

৭. রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক পদ্ধতি (Transformational-Generative Approach)

নোম চমস্কির (Noam Chomsky) ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে যুক্ত। এখানে মানুষের মনের অন্তর্নিহিত ভাষাগত জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে **অসীম সংখ্যক বাক্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা** বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিশেষ গুরুত্ব পায়—

- ভাষাগত সামর্থ্য (Competence);
- ভাষার ব্যবহার (Performance);
- বাক্য গঠনের নিয়ম;
- গভীর কাঠামো ও উপরিতল কাঠামো;
- রূপান্তর প্রক্রিয়া।

পদ্ধতিগত বিভাগের সংক্ষিপ্ত ছক

পদ্ধতি	**মূল বিষয়**
এককালিক	একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভাষার কাঠামো
কালক্রমিক/ঐতিহাসিক	সময়ের সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন
বর্ণনামূলক	ভাষার বাস্তব ব্যবহারের নিরপেক্ষ বর্ণনা

পদ্ধতি	মূল বিষয়
তুলনামূলক	একাধিক ভাষার তুলনা
ঐতিহাসিক/তুলনামূলক	ভাষার ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও অভিন্ন উৎস অনুসন্ধান
কাঠামোবাদী	ভাষাকে একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো হিসেবে বিশ্লেষণ
রূপান্তরমূলক/সঞ্জনন	মানুষের ভাষাগত সামর্থ্য ও বাক্য সৃষ্টির নিয়ম বিশ্লেষণ

উপসংহার

ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বিভাগ ভাষাকে বোঝার **বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও গবেষণাপদ্ধতি** নির্দেশ করে। সমকালীন পদ্ধতিতে ভাষার একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাঠামো, ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে তার পরিবর্তন, বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বাস্তব ব্যবহার, তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কাঠামোবাদী ও রূপান্তরমূলক পদ্ধতিতে ভাষার অন্তর্নিহিত সংগঠন ও নিয়ম বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে এই পদ্ধতিগুলির সম্মিলিত প্রয়োগ ভাষার **সমগ্র প্রকৃতি ও বিকাশকে** গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

ভাষাতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলার যৌক্তিকতা

ভাষা মানুষের ভাব, চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। ভাষার প্রকৃতি, গঠন, ব্যবহার, পরিবর্তন ও বিকাশকে **নিরপেক্ষ, সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে** অধ্যয়ন করে ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান। তাই ভাষাতত্ত্বকে শুধু ভাষা-সম্পর্কিত জ্ঞানচর্চা না বলে একটি **বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র** বলা হয়।

'বিজ্ঞান' বলতে সাধারণত কোনো বিষয়কে **পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিন্যাস, সাধারণীকরণ ও সূত্র নির্ণয়ের মাধ্যমে** সুসংবদ্ধভাবে অধ্যয়নকে বোঝায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভাষাতত্ত্বের মধ্যেও বিদ্যমান। সেই কারণেই ভাষাতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা যুক্তিসঙ্গত।

১. পর্যবেক্ষণনির্ভরতা

বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **পর্যবেক্ষণ**। ভাষাবিজ্ঞানীও ভাষার বাস্তব ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। যেমন—কোনো অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষা পর্যবেক্ষণ করে তার উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার ও বাক্যগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অতএব ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তি হলো **ভাষার প্রত্যক্ষ তথ্য ও পর্যবেক্ষণ**।

২. তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

ভাষাতত্ত্ব অনুমাননির্ভর নয়; ভাষার **বাস্তব উপাদান সংগ্রহ করে** তা বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন—

- কথ্য ভাষার রেকর্ড সংগ্রহ;
- শব্দের তালিকা তৈরি;
- ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়;
- বাক্যের গঠন বিশ্লেষণ;
- শব্দের অর্থ ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণ।

এরপর সংগৃহীত তথ্যকে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

৩. শ্রেণিবিন্যাস: বিজ্ঞানের মতো ভাষাতত্ত্বেও সংগৃহীত তথ্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন ভাষার ধ্বনিকে— স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ইত্যাদি ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। আবার শব্দকে তার গঠন ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

৪. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার: ভাষাবিজ্ঞানে নির্দিষ্ট গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সাধারণত— তথ্যসংগ্রহ → পর্যবেক্ষণ → শ্রেণিবিন্যাস → বিশ্লেষণ → সাধারণীকরণ → সূত্র নির্ণয়— এই ধারায় গবেষণা পরিচালিত হয়। এটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. নিরপেক্ষতা: বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো নিরপেক্ষতা। ভাষাতত্ত্বও ভাষাকে মূল্যবিচার না করে পর্যবেক্ষণ করে। যেমন কোনো উপভাষাকে 'খারাপ' বা 'ভুল' বলে বাতিল না করে ভাষাবিজ্ঞানী তার নিজস্ব ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যগঠন বিশ্লেষণ করেন। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য— ভাষা কেমন হওয়া উচিত তা বলা নয়, ভাষা বাস্তবে কেমন তা ব্যাখ্যা করা।

৬. সাধারণ সূত্র নির্ণয়: বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন তথ্য থেকে সাধারণ সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করে। ভাষাতত্ত্বও ভাষার বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে ভাষার সাধারণ নিয়ম ও কাঠামো নির্ণয় করে। যেমন ধ্বনির বিন্যাস, শব্দগঠন, বাক্যগঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব।

৭. প্রমাণযোগ্যতা: বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে তথ্যের সাহায্যে যাচাই করা সম্ভব। ভাষাতাত্ত্বিক বক্তব্যও ভাষার তথ্য দিয়ে যাচাই ও খণ্ডন করা যায়। কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি বা ব্যাকরণগত নিয়ম সম্পর্কে বক্তব্য দিলে তার সত্যতা ভাষার বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে পরীক্ষা করা সম্ভব।

৮. পূর্বানুমান করার ক্ষমতা: ভাষাতত্ত্বের নির্দিষ্ট নিয়ম জানা থাকলে নতুন ভাষাগত তথ্য সম্পর্কেও কিছু পূর্বানুমান করা সম্ভব। বিশেষত আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাহায্যে বাক্যগঠন, ধ্বনিগত প্রক্রিয়া ও ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

৯. ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান: ভাষাবিজ্ঞান শুধু একটি ভাষা নিয়ে আলোচনা করে না; বিভিন্ন ভাষার তুলনা করে ভাষার সাধারণ বা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে। যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বাক্যগঠন, ধ্বনি এবং শব্দগঠনের মধ্যে কিছু সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

১০. পুনরাবৃত্তি ও যাচাইযোগ্যতা: একজন ভাষাবিজ্ঞানী যে তথ্য ও পদ্ধতির ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছান, অন্য গবেষকও একই ধরনের তথ্য ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তা যাচাই করতে পারেন। এই পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত চরিত্রকে আরও দৃঢ় করে।

১১. ভাষার পরিবর্তনকেও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা: ভাষা পরিবর্তনশীল। ধ্বনি, শব্দ, রূপ ও অর্থের পরিবর্তন আকস্মিক নয়; অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রবণতা অনুসরণ করে। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান এই পরিবর্তনগুলিকে তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে এবং ভাষার বিবর্তনের নিয়ম নির্ণয় করে।

উপসংহার

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। ভাষাতত্ত্ব পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়। এটি মূলত একটি মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান (Human/Social Science), কারণ এর বিষয়বস্তু হলো মানুষের ভাষা ও ভাষাব্যবহার।

তবে গবেষণার ক্ষেত্রে এটি পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিন্যাস, সাধারণীকরণ ও যাচাইয়ের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। সুতরাং ভাষাতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ ভাষাতত্ত্ব পর্যবেক্ষণনির্ভর, তথ্যভিত্তিক, নিরপেক্ষ, বিশ্লেষণাত্মক, শ্রেণিবিন্যাসমূলক এবং সূত্রনির্ণয়কারী। এর সিদ্ধান্ত বাস্তব ভাষাতথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা যায় এবং গবেষণার ফল অন্য গবেষক দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করা সম্ভব। অতএব, ভাষাতত্ত্ব হলো মানুষের ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি স্বতন্ত্র মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞান, যার গবেষণাপদ্ধতি মূলত বৈজ্ঞানিক।